হেফাজতের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল

মৌলবাদী ও সম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রবিরোধী অপ-তৎপরতা ও হরতালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা হেফাজতের বেআইনি হরতাল ও নাশকতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন করছে, তখন রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এদের প্রতিহত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এখনই রুখে না দাঁড়ালে মৌলবাদীদের সাহস বেড়ে যাবে। সাহস বেড়ে গেলে এরা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে দাঁতভাঙা জবাব দেবে যুবলীগ।

তিনি আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের দিকে, ঠিক তখনই স্বাধীনতার পরাজিতরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে। তাদের সে স্বপ্ন সফল হবে না। বাংলাদেশ যুবলীগ সবসময়ে শেখ হাসিনার ভ্যানগার্ড হয়ে থাকবে। তিনি মেহেরপুর সহ দেশের সকলস্তরের জনগণ হরতাল পালন না করতে উদাত্ব আহবান জানান।

জেলা যুবলীগের সদস্য ইয়ানুচ আলী,মাহবুব হাসান ডালিম, সাজেদুর রহমান সাজু, সাইদুর রহমান উজ্জল, শেখ সারাফত, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান অপু, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি উজ্জল হোসেন,

সাধারণ সম্পাদক রুমেল হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়নের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, রায়হান উদ্দিন মুন্ট, আমদাহ ইউপি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রিংকু মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আলহামদু, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আজিজুল হক মংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মফিজুল ইসলাম মজনু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক মিঠু,

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বিপ্লব হোসেন, আমঝুপি ইউপি যুবলীগের সভাপতি সামসুজ্জামান চমন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্বাস আলী, কাজল শেখসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হেফাজতে ইসলাম।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আজ শনিবার দিনব্যাপী মেহেরপুর প্রতিদিন’র হোটেল বাজারের প্রধান কার্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

১ম অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ গোলাম রসুল ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

করেন।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন হাটি হাটি পা পা করে তিন বছর অতিক্রম করে চার বছরে পদার্পণ করলো। আমার মনে আছে হোটেল বাজারে সাবেক নৌ মন্ত্রী শাহজাহান খান উপস্থিত থেকে এই পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। আমি আশা করি আমরা সবাই মিলে এই পত্রিকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাথে আছি। মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মনে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার মুজিবনগরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। মেহেরপুর প্রতিদিন মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তুলে ধরছে। জনগণের সংগ্রাম-দুঃখ-কষ্ট-হাসি-কান্নার খবরগুলো বস্তুনিষ্টভাবে তুলে ধরছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

২য় অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামানের সঞ্চালনায়, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদ, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে প্রায় ৫০ বছর আগে, প্রস্তুতি চলছে স্বাধীনাতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের। ১৯৭১ সালে মহান

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা যুদ্ধাক্রান্ত জনগষ্ঠী একটি কালের সাক্ষী, ইতিহাসের সাক্ষী, লড়াইয়ের সাক্ষী। কোটি কোটি মানুষের নির্যাতিত হওয়ার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করে প্রকাশনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলিত কন্ঠ এই বিষটির গুরুত্ব বিবেচনা করেই “স্বাধীতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী” শিরনামে একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা অত্যন্ত প্রসংশনীয় উদ্যোগ।

মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কেমন ছিলেন, কি করেছেন, যুদ্ধে কোনো অবদান রেখেছিলেন কি না-নানান বিষয় নিয়ে কথা হয় সেই সময়ের প্রত্যক্ষ করা প্রবীণ দলিতদের সাথে।

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন গ্রাম গভীপুরে বসবাস করেন অশিত কুমার বিশ্বাস (৮৩), বিশ্বনাথ কর্মকার (৭০), মুক্তিনাথ বিশ্বাস (৭৩), রঞ্জিত কুমার দাস (৭৪), বিদ্যুৎ কুমার দাস (৬৭), সমির কুমার বিশ্বাস (৬৫), পরেশ বিশ্বাস (৮৫), শহরে বসবাসরত বাশরী মোহন দাস
(৬৬) এবং গাংনী উপজেলার শিমুল তলা গ্রামের নীলমনি গোস্বামী (৭১) সহ কথা হয় অনেকের সাথে।

৭১ সালে অশিত কুমার বিশ্বাসের বয়স ৩৩ বছর। যুদ্ধের বর্ননা দিলেন এভাবেÑ হটাৎ হেলিকপ্টারে বোমার আক্রমণ, অনেক মানুষ হতাহত হলো। মেহেরপুর হাসপাতালের পাশেই আমার লন্ডির দোকান। অনেক আহত মানুষ হাসপাতলে ভর্তি হলো। আমি ততক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ঔষধ আনা, ডাক্তারের হুকুম মত সেবা করা, আহতদের স্বজনদের কাছে খবর পৌঁছানোর কাজগুলো করেছি। মেহেরপুরের এমএনএ ছহিউদ্দীন মিয়ার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার আবেদন করলে উনি বলেছিলেন, তোর সংসার বড়, অনেক ছেলেমেয়ে ভাই-বোন, বাবা-মা তুই একা উপার্জন করিস তাই সংসার ফেলে যুদ্ধে গেলে ওরা খাবে কি? কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার রাজাকাররা হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করলো উপায়ন্তর না পেয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভারতে চলে যাই।

মুক্তিনাথ বিশ্বাস বলেন, মেহেরপুরে থেকে অনেকের সাথে কুষ্টিয়ার গিয়েছি পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য। ভৈরব নদের পাড়ে মানুষ মেরে গর্তে পুতে রাখতে দেখেছি নিজ চোখে। গভীপুর গ্রামের সকলের পরিচিত রাজাকার ভৈরব নদের নৌকার মাঝি আওলাদ হোসেন। সে কোন মুক্তিযোদ্ধা বা হিন্দুদের নৌকায় পারাপার করত না। স্বাধীনতা বিরোধীরা এমন অত্যাচার শুরু করেছিলো উপান্তর না পেয়ে

ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর বাড়িতে এসে দেখি কোন ঘর-বাড়ি বলে কিছুই নেই, সব পুড়িয়ে ফেলেছিলো। পরবতীর্তে শুনেছি মুক্তিযোদ্ধারা আওলাদ মাঝিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

রঞ্জিত কুমার দাসের দেখা মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুরে যাতে পাকিস্তানি আর্মিরা ঢুকতে না পারে সেজন্য গকুলখালি ব্রীজ ও দিনদত্ত ব্রীজের কিছু অংশ ভেঙে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। তারা লোহার স্লিপার বসিয়ে গাড়ি পার করে মেহেরপুরে ঢুকে পড়ে। তারপরই আমরা পালিয়ে যাই ভারতে। ভারতের বেতায় লাল বাজার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সংসারে অভাব থাকায় ট্রেনিং না নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সমীর কুমার বিশ্বাস বলেন, আমাদের গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে অল্প সময় থেকেছি। মেহেরপুরের সেই সময়ের এসডিও তৌফিক এলাহি চৌধুরীর নির্দেশে গ্রমের বীর মুক্তিযোদ্ধা সফর মোল্লকে (ড্রাইভার) দেখেছি, টাকা ভর্তি ছোট গাড়ি নিয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন। তারপর যখন পাক হানাদারদের সাথে এলাকার রাজাকাররা অত্যাচার শুরু করলো তখন পরিবার নিয়ে ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর ফিরে এসে বাড়ি-ঘর বলতে কিছুই পায়নি, ওরা সবই পুড়িয়ে দিয়ে ছিল।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট লেখক এবং কবি বাশরী মোহন দাস বলেন, ৭১ এর যুদ্ধটি ছিলো জনযুদ্ধ। কিন্তু ইতিহাসে এখনো তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা স্বীকৃত হয়নি। দলিত শ্রেণী সবসময়ই অসচ্ছল, অসচেতন, শিক্ষা দিক্ষা কম কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের মৌন সমর্থন ছিল শতভাগ।

জীবন রক্ষার তাগিদে হয়তবা তারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স তখন ১৬ বছর, দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি। চোখের সামনে অনেক নির্যাতন হতে দেখেছি। যারা নির্যাতন করলো তাদের নাম গুলো আজও ভয়ে বলতে পারি না। এদেশ থেকে হিন্দু ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও দলিত জনগোষ্টীর তেমন কেউ ভারতে পাড়ি জমায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে কেউই তাদের বসত ভিটা ফিরে পাইনি। সকলের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি বা এদেশের রাজাকাররা। আমাদের পরিবারও একই পরিণতির শিকার হয়েছিলো।

গাংনীর শিমুলতলা গ্রামের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নীলমণি গোস্বামী

বয়স ৭১ বছর। তিনি বলেন একাত্তরে যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৭-১৮ বছর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি অস্ত্র, খাবার ঘাড়ে করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কুঞ্জনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন এবং সহড়াবাড়িয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পাতান মাস্টার এই দুজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। বাবা গ্রাম পুলিশের চাকরি করতো, ট্যাক্স আদায় করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব তাগাদা দিত, বাবা গ্রামের বিভিন্ন কাজে গেলে রাজাকাররা হিন্দু বলে টর্চার করতো। সংসারের অভাব ও বাবা-মায়ের কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা শতভাগ চেয়েছি।

একাত্তরের এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিবিড় ভাবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলেও মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠীর অনেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। যুদ্ধের সময়ে এমনও অনেক কাহিনি আছে যা শুনে বেদনায় শিহরিত হতে হয়। বাংলাদেশ হোক সকল সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক দেশ এটিই সকলের চাওয়া।

লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,মেহেরপুর প্রতিদিন ও সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে এই পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এরপরে জেলাবাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ বিভাগের পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এর পরপরই পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, এলজিডি, মেহেরপুর সিভিল সার্জেন্ট, জেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা আওয়ামী লীগ, পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা সমাজসেবা, জেলা কারাগার, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা প্রাণিসম্পদ মেহেরপুর, টিটিসি মেহেরপুর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক,

জেলা শিল্পকলা একাডেমী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মেহেরপুর, জেলা পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর পৌরসভা এবং যুবলীগ, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ, মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগ সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন সহ অন্যান্য বিএনপি নেতা এবং জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু,

সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ২৬মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ

মেহেরপুরে শুক্রবার সকালে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পক্ষে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপরে জেলাবাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এর পর পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, এলজিডি, মেহেরপুর সিভিল সার্জেন্ট, জেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা আওয়ামী লীগ, পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা সমাজসেবা, জেলা কারাগার, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা প্রাণিসম্পদ মেহেরপুর, টি টি সি, মেহেরপুর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মেহেরপুর, জেলা পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর পৌরসভা এবং যুবলীগ, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ, মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগ সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুরে বস্তা ভর্তি অর্ধগলিত অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার (আপডেট)

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের পাশে ভৈরব নদ থেকে বস্তা ভর্তি একজন নারীর অর্ধগলিত অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে কুলবাড়িয়া হামেশাতলা থেকে অজ্ঞাত লাশটি উদ্ধার করা হয়।

অর্ধগলিত মেয়ের লাশটি ১৮-১৯ বছরের কেউ একজন হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করছে পুলিশ। মৃত দেহের পরনে ছিল খয়েরি ও কালো রঙের ছালোয়ার-কামিজ এবং তার গলায় কালো রঙের কাপড় নিজের ওড়না দিয়ে ফাস লাগানো ছিলো।

৪-৫ দিন আগে তাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে কে বা কাহারা এখানে লাশটি ফেলে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করছে পুলিশ। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বৈকুন্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ মাসুদ রানা জানান, স্থানীয়রা গোসল করতে আসলে একটি প্লাস্টিকের বস্তা দেখতে পাই। বস্তা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় সদর থানায় খবর দেই।

সদর থানা আমাকে জানালে আমি কুলবাড়িয়া ভৈরবে এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বস্তাটি উদ্ধার করে ডাঙ্গায় নিয়ে আসি। বস্তা খুলে অর্ধগলিত লাশ দেখতে পেয়ে উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ভৈরব নদে যেহেতু স্রোত নেই সেহেতু আমরা ধারণা করছি কে বা কাহারা লাশটি এখানে ফেলে গেছে। তবে মৃতের গলায় কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল।

হয়তো হত্যা করার পর লাশটিকে বস্তায় ভরা হয়ে থাকতে পারে। ময়না তদন্তের পর বিষয়টি আমরা নিশ্চত হতে পারবো। ওসি শাহ দারা আরও জানান, গত কয়েকদিনে মেহেরপুরে কোন মেয়ে হারানোর অভিযোগ থানায় আসেনি। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি শনাক্ত করার।

পরে মেহেরপুর জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং লাশটি উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল

মর্গে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

এ সময় তিনি জানান, আমরা অজ্ঞাত একটি লাশ উদ্ধার করেছি। এখনো পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়নি। লাশটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের ভৈরব নদে বস্তাবন্দি লাশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া হামেসাতলা সংলগ্ন ভৈরন নদ থেকে বস্তা বন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বইকুণ্ডপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা লাশটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে কোন মহিলার লাশ হবে এটি।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানান, কুলবাড়িয়া গ্রামের দুই জন ব্যক্তি সন্ধ্যার দিকে নদিতে গোসল করতে যায়। সেখানে গিয়ে দুর্গন্ধ পেলে তারা গন্ধের উৎস খোঁজারে চেষ্টা করে। পরে নদিতে একটি মুখবাধা বস্তা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগীতায় মুখ বস্তাটি নদি পাড়ে নিয়ে এসে বুঝতে পারে বস্তার মধ্যে লাশ রয়েছে। সেটি পঁচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে লাশটি মহিলা মানুষের বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এখনো লাশের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
বিস্তারিত আসছে..

শোলমারী বালিকা বিদ্যালয়ে

গণহত্যা দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের অডিটেরিয়ামে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ২৫ মার্চ কালো রাতের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজহার মন্ডল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন, আব্দুল জাব্বার, মর্তুজা ফারুক, মমতাজ পারভিনসহ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মশিউর রহমান প্রমুখ। পরে ২৫ মার্চ রাতে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত করে দোয়া পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিম।

মেপ্র/এমএফঅর

মেহেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় ইউপি সদস্যসহ ৪ আসামীর ৭ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে বিস্ফোরক মামলায় ইউপি সদস্যসহ ৪ আসামীকে ৭ বছরের কারাদন্ড ও ১১ আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২য় আদালতের বিচারক রিপন্তি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষনা করেন। দন্ডিত আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য হাসান আলী, ইয়াদুল ইসলাম, সুরুজ আলী ও নুহু আলী। রায় ঘোষনার সময় ইউপি সদস্য হাসান আলী আদালতে উপস্থিত থাকলেও অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালসাদহ এলাকায় সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ডাকাতি করার প্রস্তুুতি নিচ্ছিল। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছালে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় হাসান, ইয়াদুল, সুরুজ ও নুহুকে গ্রেপ্তার করেন। ওই ঘটনায় গাংনী থানার এসআই জয়নাল আবেদীন বাদি হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই টিপু সুলতান প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় সাক্ষী প্রমানের ভিত্তিতে আদালত রায় ঘোষনা করেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহীদুল হক ও আসামী পক্ষে জিল্লুর রহমান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।